ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

ওয়েভ বার্তা

সংখ্যা ৭ | বর্ষ ২ | অক্টোবর ২০১৬ | আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৩

আগামীর পথচলার প্রত্যয়ে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশে ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সংগঠন ও নেটওয়ার্ক দীর্ঘ সময়কাল ধরে খাদ্য অধিকার ইস্যুতে এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইনসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একটি সম্মিলিত জোট হিসেবে ১ জুন ২০১৫ 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' খাদ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহে জাতীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারকদের সাথে মতবিনিময় করে আসছে। পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ও সাংগঠনিক বিষয়ে ক্যাম্পেইনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধারাবাহিকতায় বিগত ৩০ মে ও ১ জুন ২০১৬, ঢাকা মহানগরসহ

এরপর-পৃ: ৩ ক: ১

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি:
বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের উদ্যোগে আইন প্রণয়ন ও কার্যকরের দাবি

আলোচনায় উপস্থিত আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা সম্ভব হলে জাতিতে-জাতিতে বিদ্যমান হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটবে আর পৃথিবী হয়ে উঠবে মানুষসহ সকল প্রাণীর জন্য শান্তির আবাস। এজন্য পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকে তথা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও প্রধান ব্যক্তিদের একমত হয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। হ্রাস করতে হবে উন্নত দেশগুলোর সামরিক ব্যয় ও অস্ত্র বাণিজ্য। এমন অবস্থা তৈরি করতে হবে যেন সকল ধরনের শোষণ-বঞ্চনা ও অন্যায়ের অবসান ঘটে। এজন্য জোটবদ্ধ হয়ে সোচ্চার আওয়াজ তুলতে হবে তরুণ-যুব ও সমাজের সাধারণ মানুষকে। গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আন্তর্জাতিক সংগঠন এইচডব্লিউপিএল (HWPL-Heavenly Culture World Peace Restoration of Light) ও আইপিওয়াইজি (IPYG-International Peace Youth Group)-এর সাথে জাতীয় যুব এসেম্বলি, গভার্নেন্স কোয়ালিশন ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তির পক্ষে বাংলাদেশে স্বাক্ষর ক্যাম্পেইন কর্মসূচির 'আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও আলোচনা সভা'য় বক্তারা এসব বলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন

এরপর-পৃ: ২ ক: ২

সম্পাদকীয়

'ওয়েভ বার্তা'র ৭ম সংখ্যা প্রকাশিত হলো ছয়মাস পরে, ত্রৈমাসিক ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় ঘটিয়ে। এই সময়ের মধ্যে সংস্থার ধারাবাহিক কাজের পাশাপাশি বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন জেলায় উদযাপিত হলো খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর বর্ষপূর্তি উৎসব। প্রায় সাড়ে ৪ বছর ধরে চলমান 'উপকূলীয় অঞ্চলের জীবিকায়ন অভিযোজন প্রকল্প-ক্লাপ' জুলাই ২০১৬ এ সফলভাবে সমাপ্ত হয় যা কর্ম এলাকায় বেশকিছু সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জাতীয় যুব এসেম্বলি, গভার্নেন্স কোয়ালিশন ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে একটি ভিন্ন মাত্রার অয়োজন ছিল 'বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তির পক্ষে বাংলাদেশে স্বাক্ষর ক্যাম্পেইন'। জাতিসংঘ কর্তৃক একটি আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের দাবীতে বিশ্বব্যাপী 'যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তির পক্ষে ঘোষণাপত্র'এর একটি প্রস্তাবনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পেইন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের জঙ্গী গোষ্ঠীগুলোকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের উদ্যোগে আইন-শৃংখলা বাহিনীর তৎপরতার পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে মতাদর্শিক ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশের ছাত্র-যুবসমাজ যাতে বিপথগামী না হয় সেজন্য তাদের নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী জঙ্গী হুমকি মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তির পক্ষে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উদ্যোগের সাথেও সংহতি কার্যক্রমে আমাদের যুক্ত হতে হবে।

১ম পৃষ্ঠার পর: বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায়

শান্তি পদযাত্রা, ঢাকা

শান্তি সমাবেশ, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। এতে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসিম উদ্দিন এবং এভারেস্ট বিজয়ী ও বিএমটিসি- এর প্রেসিডেন্ট এম. এ মুহিত। স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী। এতে ক্যাম্পেইন অবস্থানপত্র পাঠ করেন জাতীয় যুব এসেম্বলির সভাপতি নাজমা সুলতানা লিলি, আয়োজকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন গভার্নেন্স কোয়ালিশন সদস্য ও ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক রতন সরকার ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী অনিরুদ্ধ রায়। পাঠ করা হয় এইচডব্লিউপিএল প্রধান মান হি লি'র প্রেরিত বক্তব্য। এছাড়া যুব প্রতিনিধিসহ অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন এতে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই 'যুদ্ধ নয়, শান্তিময় বিশ্ব চাই' বিষয়ক একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বর থেকে দোয়েল চত্বর হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় 'শান্তি পদযাত্রা'।

উল্লেখ্য, বিশ্বশান্তি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ২০১৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী নানা এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এ বছরের মার্চ মাসে এইচডব্লিউপিএল পিস এডভোকেসি কমিটি জাতিসংঘ কর্তৃক একটি আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী 'যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তির পক্ষে ঘোষণাপত্র' (Declaration of Peace and Cessation of War)-এর একটি প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করেছে। এর সমর্থনেই বাংলাদেশে ৩০-৩১ আগস্ট দুইদিনব্যাপী এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাসহ দেশের ১৭টি জেলা ও ২৮টি উপজেলায় একইসাথে এ ক্যাম্পেইনের অধীনে ছাত্র-যুব-গণ জমায়েত, আলোচনা, স্বাক্ষর গ্রহণ এবং পদযাত্রা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। দু'দিনের এ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মোট ১০ হাজার ৩০ জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ইতিমধ্যে তা দক্ষিণ কোরিয়ায় এইচডব্লিউপিএল সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

-অনিরুদ্ধ রায়

সম্পাদক
মহসিন আলী

সম্পাদনা পরিষদ
আনোয়ার হোসেন
অনিরুদ্ধ রায়
নাজমা সুলতানা লিলি

সহযোগিতায়
প্রমা প্রিয়ন্তী

প্রকাশক
ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিভিশন

যোগাযোগ: ৩/১১, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০
ফ্যাক্স: +৮৮ ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০ এক্স-১২৩
ই- মেইল: info@wavefoundationbd.org
ওয়েবসাইট: www.wavefoundationbd.org
ফেসবুক পেজ:
Facebook/wavefoundationbd

মুদ্রণ: অর্ক

* সংকলিত ছবিসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি, প্রকল্প ও কার্যক্রম কর্তৃক সরবরাহকৃত

১ম পৃষ্ঠার পর: বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন

বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত নানাবিধ উদ্যোগ

বিভিন্ন জেলায় খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় ছায়ানট সাংস্কৃতিক ভবনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'-এর ছবি ও প্রকাশনা ও 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন ২০১৫'-এর ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী এবং আলোচনায় জোট এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী ব্যক্তিবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠন, নেটওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর এক বছর ও আগামীর পথ চলা' শীর্ষক অনুষ্ঠিত আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔষধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. আ ব ম ফারুক, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এণ্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন এবং জাতিসংঘের 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা'র এমইউসিএইচ প্রকল্পের প্রধান উপদেষ্টা নাওকি মিনামিগুচি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন খাদ্য অধিকার বাংলাদেশের জাতীয় কমিটির সদস্য ও অক্সফ্যাম-এর উইন এণ্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজার মনীষা বিশ্বাস এবং আলোচনা পত্র উপস্থাপন করেন নেটওয়ার্কের সম্পাদক ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী। এছাড়া খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর জাতীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন কেয়ার বাংলাদেশের দেশীয় পরিচালক জেমি টেরজি; ড্যানচার্চ এইডের দেশীয় পরিচালক হাসিনা ইনাম; আরডিআরএস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. সালিমা রহমান; হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের দেশীয় পরিচালক আতাউর রহমান মিটন এবং স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন কর্মকার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীমউদ্দিন। স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন নুসরাত জাহান মুমু এবং শিব্বির আহমেদ। এরপর শিশু শিল্পী অনন্যা প্রজ্ঞার একক নৃত্য এবং কত্থক নৃত্য সম্প্রদায়, ঢাকা-এর দলীয় নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় এ আয়োজন। একইভাবে দেশের বিভিন্ন জেলায় আলোচনা, র‍্যালী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়।

-কানিজ ফাতেমা

পারিবারিক বিরোধের সমাধানে সালিশি পরিষদ

দীর্ঘ এক বছর যাবত হালিমা আক্তার কেয়া (২২ বছর) তার বাবার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন স্বামী সোহেল গাজীর সঙ্গে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে। ২০১৫ এর এপ্রিলে হালিমা আক্তার এবং সোহেল গাজীর মধ্যে পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে সে হালিমাকে অপমান এবং মারধোর করে বাসা থেকে বের করে দেয়। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে সোহেল গাজী তার ভরণপোষণ বাবদ কোন খরচ না দেওয়ায় বাবার পরিবারে এক ছেলেসহ হালিমা মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। খুলনার দীঘলিয়া উপজেলার আড়ংঘাটা ইউনিয়নের আড়ংঘাটা গ্রামের হালিমা আক্তার ও সোহেল গাজীর বিয়ে হয় আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে।

হালিমা আক্তার ও তার স্বামী

পরিস্থিতির চাপে হালিমা সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে স্বামীর সংসারে ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। এ সময় এসএলএস প্রকল্পের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কিছুদিন আগে হালিমা আক্তার সালিশি পরিষদের বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি তার সমস্যা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে প্রকল্পের ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর তানিয়া পারভীনের কাছে

এরপর-পৃ: ৪ ক: ১

অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

কমিউনিটি ভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্প

নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বিশেষত খরার প্রভাব মোকাবেলায় পিকেএসএফ এর সহায়তায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন 'কমিউনিটি ভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগের সহায়তা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চারটি ইউনিয়নে নির্বাচিত অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের বেশীরভাগের জীবন-জীবিকা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। তারা সক্ষমতা অর্জন করেছে খরার অভিঘাত মোকাবেলায়।

চিৎলা গ্রামের সীতারানীর অভিযোজিত বাড়ি পরিদর্শন

প্রকল্প কার্যক্রমের এ সফলতার শিখন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পিকেএসএফ এর সিসিসিপি'র অধীনে উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ৪০টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি ও প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীগণ বিগত ১৪-২০ মে ২০১৬ সময়কালে ০৩টি ব্যাচে বিভক্ত হয়ে ওয়েভ এর উপ-প্রকল্প সিবিসিএপি'র কর্ম এলাকা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ৪টি ইউনয়নের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পের নেপিয়ার ঘাস চাষ, জলবায়ু অভিযোজিত বাড়ী ও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রজনন কেন্দ্র, কেঁচো সারের প্লান্ট, প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি ১ম ও ২য় ব্যাচ এর অংশগ্রহণকারীগণ জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নে বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি

পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের হামিদা বেগমের অভিযোজিত বাড়ির সবজি ক্ষেত

কর্মসূচির 'সমৃদ্ধি বাড়ী' পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন দলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছেএবং উন্নয়নযোগ্য মতামতসমূহ ইতিবাচক হিসেবে নিয়ে কাজের গুণগত মান আরও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

-মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

৩য় পৃষ্ঠার পর: সালিশি পরিষদ

পরামর্শের জন্য যান। ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর তাকে সালিশি পরিষদ সম্পর্কে অবহিত করেন। হালিমা আক্তার সালিশি পরিষদে একটি ভরণপোষণের মামলা দায়ের করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, প্রকল্পের কর্মী তাকে আবেদন করার প্রক্রিয়া বলে দেন এবং যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নির্ধারিত ১৫ টাকা ফিস দিয়ে সোহেল গাজীর বিরুদ্ধে ভরণপোষণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সালিশি পরিষদে হালিমা আক্তার আবেদন করেন। ৩ মার্চ ২০১৬, অভিযোগটি (মামলা নম্বর ১/১৬) দাখিল হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মামলাটি সালিশি পরিষদের এখতিয়ারভূক্ত হওয়ায় সালিশি পরিষদের মামলা হিসেবে রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং প্রতিবাদীকে ১০ এপ্রিল ২০১৬ ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করেন। নির্ধারিত দিনে উভয়পক্ষই ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত হন। শুনানিতে প্রতিবাদী সম্পূর্ণ দোষ স্বীকার না করায় পরবর্তিতে আরেকটি দিন শুনানির জন্য নির্ধারণ করা হয়। সালিশি পরিষদ আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন এবং বিচারকগণ জবানবন্দী পর্যালোচনা করে কিছু শর্তে তাদের পারিবারিক বিরোধটি মীমাংসা করে দেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংসারের খরচ বহন করার দায়িত্ব বুঝে নেন স্বামী সোহেল গাজী এবং ভরণপোষণ বাবদ নিয়মিত ২০০ টাকা করে সংসারের খরচ দিতে সম্মত হন।

বর্তমানে এই দম্পত্তি তাদের সংসারের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন এবং একসাথে বসবাস করছেন। সালিশি পরিষদের মাধ্যমে তাদের ভেঙ্গে যাওয়া সংসার আবার জোড়া লেগেছে। হালিমা আক্তার কেয়া স্বামীর সংসারে ফিরে আসতে পারায় বলেন -'আমি খুবই আনন্দিত। সালিশি পরিষদের মাধ্যমে মাত্র ১৫ টাকা ফিস দিয়ে ২১ দিনের মধ্যে ন্যায়বিচার পেলাম। এসএলএস প্রকল্পের মাধ্যমেই আমি আমার স্বামীর সংসারে ফিরে আসতে পেরেছি এবং সুখে-শান্তিতে বসবাস করছি। অন্যদেরকেও বলবো আপনারাও গ্রাম আদালত ও সালিশি পরিষদে আসেন, সুবিচার পাবেন।' পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির এ ঘটনার দ্বারা দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ব্যয়ে, দ্রুত ও ন্যায্য বিচার তরান্বিত করার জন্য সালিশি পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

-তানিয়া পারভীন

টেকসই সামাজিক সালিশ ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা কর্মশালা

কর্মশালায় উপস্থিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীগণ

সংস্থার ক্যাম্পেইন অন সাসটেইনেবল কমিউনিটি মেডিয়েশন কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী টেকসই সামাজিক সালিশ ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা নির্ধারণে গত ২০ অক্টোবর ২০১৬ রাজধানীর ওয়াইডব্লিউসিএ কনফারেন্স রুমে দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশেন, নাগরিক উদ্যোগ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট্র-ব্লাস্ট, ব্রতী, বিএনডব্লিউএলএ, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি (এসইউএস), লাইট হাউজ, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরাম (বিবিএফ), এএসডি, বাঁচতে শেখাসহ সিএলএস এর সহযোগী সংস্থা ও বেশকিছু স্থানীয় বিচার ও মানবাধিকার কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংগঠন অংশগ্রহণ করেন। ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলীর সঞ্চালনায় উক্ত কর্মশালায় অতিথি হিসেবে অংশগ্রহন করেন কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস (সিএলএস) এর টিম লিডার জেরম্ সায়ার ও ডেপুটি টিম লিডার ফাতেমা রশিদ হাসান। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ ক্যাম্পেইন অন সাসটেইনেবল কমিউনিটি মেডিয়েশন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি "স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় সামাজিক সালিশ: সমাজের অংশগ্রহণে, সমাজের কল্যাণে ও সমাজ দ্বারা পরিচালিত"- এ বক্তব্যকে সামাজিক সালিশ এর মূল চেতনা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত হন। এছাড়াও কর্মশালায় আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত টেকসই সামাজিক সালিশ ক্যাম্পেইন এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, স্লোগান ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ পূর্বক একটি ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জেরম্ সায়ার টেকসই সামাজিক সালিশ প্রতিষ্ঠায় প্রকল্প সহযোগিতা ব্যতীত সালিশ এর নোটিশ সরবরাহ ও নথি প্রস্তুত কিভাবে হবে সে বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সালিশ সম্পর্কে বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে একটি টেকসই সামাজিক সালিশ এর কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহকে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ম্যাক্সওয়েল স্ট্যাম্প পিএলসি'র মাধ্যমে ডিএফআইডির অর্থায়নে কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস (সিএলএস) এর সহযোগিতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত স্ট্রেনদেনিং লিগ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের প্রোঅ্যাকটিভ গ্রান্ট এর আওতায় এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

- মোঃ নজরুল ইসলাম

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় 'উন্নত চুলা'

ইডকল এর সহযোগি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নত চুলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ওয়েভ ফাউন্ডেশন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপ অনুযায়ী, প্রচলিত চুলায় রান্নার দরুণ ধোঁয়াজনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাতাস দূষিত হয়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৫০হাজার নারী ও শিশু শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে। প্রতি বছর ফুসফুসের ক্যান্সারসহ এ্যাজমা ও নিউমোনিয়ায় শ্বাস কষ্ট, চোখের সমস্যা, ক্ষুধা মন্দা, শ্লেষ্মাসহ কাশি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয় প্রায় ১০ লক্ষ নারী-শিশু। দেশের ৯০ ভাগ গ্রামীণ নারী কাঠ, গোবর, পাটকাঠি, শুকনা খড় ইত্যাদি দিয়ে প্রচলিত চুলায় রান্না করে থাকে। এর প্রায় ৫০ ভাগ জ্বালানী অপচয় হয় এবং ধোয়ায় পরিবেশ দূষিত হয়। প্রচলিত চুলায় রান্নার ফলে একদিকে জ্বালানী অপচয় হচ্ছে। অন্যদিকে অধিক পরিমাণে কার্বন নি:সরণের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তা ভূমিকা রাখছে। আমাদের দেশে রান্নার জন্য প্রতি বছর প্রায় ১৫০ কোটি মণ লাকড়ির প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে প্রচলিত চুলা ব্যবহারের পরিবর্তে উন্নত চুলায় রান্নার অভ্যাস তৈরীর মাধ্যমে বছরে প্রায় ৭০ কোটি মণ লাকড়ি বাঁচানো সম্ভব (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০১৬)।

পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত চুলা'য় রান্না করছেন একজন গৃহিনী

উন্নত চুলা ব্যবহারের সুবিধা:

- অভ্যন্তরীণ বায়ু দুষণ রোধ করে এবং ব্যবহারকারীর (বিশেষ করে মা ও শিশুর) স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- তুলনামুলক কম সময়ে রান্না করা যায় এবং প্রায় ৫০ ভাগ জ্বালানী সাশ্রয় হয়।
- রান্না ঘরে ধোয়া ও কালি হয় না এবং ঘরের পরিবেশ গরম হয় না।
- হাড়ি-পাতিল কম ময়লা হয় এবং অগ্নি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম থাকে।
- খাবারের মান অটুট থাকে।
- পারিবারিক ও বানিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যায়।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করে।

-কিতাব আলী

নেপিয়ার ঘাস চাষের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা

'নেপিয়ার এক প্রকার স্থায়ী ঘাস। দেখতে আখের মত, লম্বা ৬.৫-১৩.০ ফুট বা তার চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। এই ঘাস দ্রুত বর্ধনশীল, সহজে জন্মে, পুষ্টিকর, পরিবেশ বান্ধব ও সহজপাচ্য। এছাড়াও এই ঘাসের অন্যতম গুণ এর খরা সহিষ্ণুতা। এই ঘাস আবাদের জন্য উঁচু ও ঢালু জমি যেমন বাড়ির পার্শ্বে উঁচু অনাবাদি জমি, পুকুরের পাড়, রাস্তার ধার সবচেয়ে উত্তম। ডোবা, জলভূমি কিংবা প্লাবিত হয়, এমন অঞ্চলে এই ঘাস আবাদ করা যায় না। অর্থাৎ যেখানে বৃষ্টি বা বর্ষার পানি জমে থাকে না এরূপ জমি নেপিয়ার চাষের জন্য উত্তম। নেপিয়ার ঘাসের এই বিশেষত্বের জন্যই চুয়াডাঙ্গা জেলায় এই ঘাস চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই অঞ্চলে খরার প্রভাবে দিনে দিনে জীবন-জীবিকার ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। ওয়েভ ফাউন্ডেশন 'কমিউনিটি ভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্প'এর অধীনে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তনজণিত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। খরার বিপরীতে অভিযোজন কৌশল হিসেবে গৃহীত এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রকল্প থেকে প্রত্যেক ঘাসচাষীকে ২৮৫০/- (দুই হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা করে অনুদান দেয়া হয়।

হাউলি ইউনিয়নের পানসি বেগমের নেপিয়ার ঘাসের প্লট

বাজারের নেপিয়ার ঘাস

নেপিয়ার উচ্চ ফলনশীল ঘাস। এই ঘাস চাষের মাধ্যমে গবাদিপশুর কাঁচা ঘাসের চাহিদা মিটানো সম্ভব। পশুখাদ্যের জন্য এটি পুষ্টিকর হওয়ায় বর্তমানে স্থানীয় বাজারে এর চাহিদা ব্যাপক। নেপিয়ার ঘাস চাষে সাধারণত সেচ লাগেনা বা খুবই কম লাগে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয় না, ছায়াযুক্ত জমিতেও এই চাষ করা যায়। নেপিয়ার একবার রোপন করলে ৩/৪ বছর পর্যন্ত এর ফলন পাওয়া যায় এবং কাটার পরেও ঐ ঘাসের গোড়া থেকে ঘাস তৈরি হয়। ফলে উৎপাদন খরচ হয় খুবই কম। চাষের উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই এ ঘাস রোপন করা যায়, তবে বেলে-দোআঁশ মাটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী। চারা বা কাটিং লাগানোর পর যদি রৌদ্র হয় বা মাটিতে রস কম থাকে তাহলে চারার গোড়ায় পানি সেচ দিতে হবে। নেপিয়ারের জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের পর অনেক দিন খরা হলে ইউরিয়া হতে নাইট্রেট বা নাইট্রাইট ঘাসের মধ্যে উৎপন্ন হতে পারে। পরবর্তীতে অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ার পর দ্রুত বেড়ে ওঠা এই ঘাস কেটে খাওয়ানো ঝুঁকিপূর্ণ। এতে বিষক্রিয়া হতে পারে।

প্রকল্পের অধীনে ২১ জন চাষী বাড়তি আয়ের জন্য বর্তমান চাষকৃত জমি ছাড়াও বাড়তি জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করছে। ঝুঁকিমুক্ত ও লাভজনক হওয়ায় প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীগণের বাইরে আরো ১১জন কৃষক উদ্যোগী হয়ে নেপিয়ার ঘাস চাষ করছেন। এক বিঘা জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করে খরচ বাদে বছরে প্রায় ৩০,০০০/- টাকা পযন্ত নিট আয় করা সম্ভব। প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের পশুখাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে বাকি ঘাস বাজারে বিক্রয় করে বাড়তি আয় করছেন।

-মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

জানেন কি?

- পৃথিবীর ১১ শতাংশ মানুষ বা-হাতি।
- বিড়াল তার জীবনের ৬৬ শতাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটায়।
- বাদুড় একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা উড়তে পারে।
- স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ।
- ঠান্ডা পানির চেয়ে গরম পানির ওজন বেশি।
- একাকীত্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে। পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব মানুষের রোগ- প্রতিরোধ ক্ষমতা ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে।
- এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় আমগাছ বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলায় অবস্থিত।
- মানবদেহের সবচেয়ে মজবুত মাংসপেশি হলো জিহ্বা।
- প্রজাপতিরা তাদের পায়ের সাহায্যে স্বাদ গ্রহণ করে থাকে।
- মানুষের জন্য চোখ খোলা রেখে হাঁচি দেয়া অসম্ভব।

-তারেক নোমানী

পিকেএসএফ এর উপ-মহাব্যবস্থাপকের উজ্জীবিত প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশের নারী প্রধান এবং ঝুঁকি প্রবণ অতিদরিদ্র খানার ক্ষুধা ও দারিদ্র্য টেকসইভাবে হ্রাসের উদ্দেশ্যে 'ফুড সিকিউরিটি ২০১২ বাংলাদেশ-উজ্জীবিত' শীর্ষক প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর 'আল্ট্রা পুওর প্রোগ্রাম-ইউপিপি' কম্পোনেন্টটি পিকেএসএফ ৪০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে, যাদের মধ্যে ওয়েভ ফাউন্ডেশন অন্যতম। সংস্থা কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলায় উজ্জীবিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যেখানে কর্মএলাকার ১৮৭০০ জন অতিদরিদ্র ব্যক্তি এবং ১২৯০ জন 'কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম কম্পোনেন্ট' সদস্য প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী। গত ১০ মে, ২০১৬ পিকেএসএফ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম নুরুজ্জামান ও প্রকল্পের উপ-সমন্বয়কারী মাহবুবুর রহমানসহ এক প্রতিনিধিদল চুয়াডাঙ্গা আসেন প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য। প্রতিনিধিগণ শুরুতেই দামুড়হুদা শাখার উজ্জীবিত সমিতি, অনুদান প্রাপ্ত আয়বর্ধক কর্মসূচি, আধা বাণিজ্যিক খামার, নকশি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যর হাতের কাজ পরিদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথা বলেন। এরপর তারা প্রকল্পের আওতায় কর্মরত সকল প্রোগ্রাম অফিসার, প্রকল্প সমন্বয়কারী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন। এরপর ডুগডুগি গ্রামের 'ডুগডুগি পুষ্টিবান্ধব প্রাথমিক বিদ্যালয়' পরিদর্শন ও দর্শনায় অবস্থিত ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে বেসিক কম্পিউটিং, অফিস এপ্লিকেশন ও মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলেন। প্রকল্প কার্যক্রমের অনন্য উদ্যোগ 'উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব, মদনা' পরিদর্শন ও কিশোরীদের সাথে মতবিনিময় করেন। সেখানে তারা কিশোরীদের খেলার সামগ্রী ও পুষ্টি বিষয়ক বই বিতরণ করেন। পরিদর্শন শেষে পরিদর্শকদল ওয়েভ প্রধান কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শকদলের সাথে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন, পরিচালক আমিরুল ইসলাম ও সমন্বয়কারী এএইচএম আমজাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

-মোহাঃ হুমায়ূন কবীর

উজ্জীবিত গ্রুপ পরিদর্শন, দামুড়হুদা

নকশি কাজ পরিদর্শন, দামুড়হুদা

ইউপিপি সদস্যদের সার্টিফিকেট বিতরণ

পটগানে সমৃদ্ধি'র পরিচিতি

"দারিদ্র দূরীকরণে পাশে আছে সমৃদ্ধি
দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
হলে পরে দেশ জাতির হবে উন্নয়ন
মোরা দারিদ্র বিমোচনে হবো সচেতন"

এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিগত ২৮ জুলাই ২০১৬ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার জামির্ত্তা ইউনিয়নের পানিশাইল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ওয়েভ এর উদ্যোগে "সমৃদ্ধি কর্মসূচির পটগান" অনুষ্ঠিত হয়। হীড বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দলের এই পরিবেশনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কমিটির সাধারন সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের সভাপতি মোঃ সামাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সংস্থার ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোঃ সাইফুর রহমান জামির্ত্তা ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রম বিস্তারিত তুলে ধরেন। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ২ নং ওয়র্ডের ইউপি সদস্য মোঃ মোতালেব হোসেন পট গানের উদ্বোধন করেন। এরপর হীড সাংস্কৃতিক দল সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর তৈরিকৃত ৭টি পট এর মাধ্যমে তাদের উপস্থাপনা শুরু করে। তারা পর্যায়ক্রমে সমৃদ্ধি কর্মসূচির পরিচয়, সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার ভুমিকা, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম এবং সুবিধাসমূহ তুলে ধরে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্থিক সহায়তা, স্যানিটেশন, বাসক, সবজি চাষ, আয়বৃদ্ধিমূলক, প্রশিক্ষণ, যুব উন্নয়ন, কেঁচোসার, সমৃদ্ধ বাড়ী এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে পটগানটি পরিবেশিত হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ৬০০ নারী-পুরুষ পটগান উপভোগ করেন। এর মাধ্যমে জামির্ত্তা ইউনিয়নের সমৃদ্ধি প্রকল্পের কার্যক্রম এবং সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন সেবা ও অধিকার বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

-মোঃ সাইফুর রহমান

পানিশাইল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির পটগান

নতুন ঠিকানায় 'রঙ্গন'

দর্শনায় 'রঙ্গন' আউটলেট উদ্বোধন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী

সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম জীবিকা সৃষ্টি ও এ ধরনের পেশাকে সহায়তা করতে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ হচ্ছে 'রঙ্গন'। তৃণমূলে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ওয়েভকে এনেছে গ্রাম বাংলার মেধাবী এবং সৃষ্টিশীল হস্তশিল্পীদের কাছাকাছি। দরিদ্র হস্তশিল্পীদের অধিকাংশ নারী, যারা অসংগঠিত এবং প্রচলিত বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ধারনা না থাকায় তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। রঙ্গন দরিদ্র এসব হস্তশিল্পী বিশেষত নারী হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে থাকে।

সম্প্রতি দর্শনাস্থ রেল বাজারে নতুন ঠিকানায় যাত্রা শুরু করেছে রঙ্গন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নতুন এ শাখার শুভ উদ্বোধন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী। এসময় গভর্নিং বডির সদস্য একেএম আব্দুল বারী ও একেএম শহিদুল আলম, জেনারেল বডি সদস্য মহসিন আলী ও বদরুল আলম ফিটু; সংশ্লিষ্ট ওয়েভ কর্মী-কর্মকর্তা ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন এ শাখায় দরিদ্র হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে, দরিদ্র হস্তশিল্পীদের স্বনির্ভর এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করতে রঙ্গন বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী হস্তশিল্প ও পোশাক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে থাকে। সম্প্রতি বিখ্যাত জাপানী পোশাক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান টিটিকাকার সঙ্গে কাজ করছে রঙ্গন। রঙ্গন শুধুমাত্র দরিদ্র এসব হস্তশিল্পী বিশেষত নারী হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টিকারী হিসেবে নয় বরং ঐতিহ্যবাহী, বিলুপ্তপ্রায় এবং সম্ভবনাময় হস্তশিল্প ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করছে।

-তারেক নোমানী

ক্লাপ প্রকল্প এর 'শিক্ষণ ও সফল উদ্যোগ' বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত আলোচক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ওয়েভ ফাউন্ডেশন ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে উন্নয়ন সহযোগী জিআইজেড-এর সহযোগিতায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জীবিকায়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে আসছে। গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬, হোটেল প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও-এ প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 'শিক্ষণ ও সফল উদ্যোগ বিষয়ক মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়-এর অতিরিক্ত সচিব (প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রতিবন্ধী বিষয়ক) জনাব সুশান্ত কুমার ভৌমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারএবিলিটি স্টাডিস-এর পরিচালক ড. মাহবুবা নাসরিন, জিআইজেড-এর প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তিকরণ আর্ন্তজাতিক কর্মসূচির প্রধান ইনগার ডিউরিং। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মহসিন আলী। ডেভেলপমেন্ট কনসাল্টেন্ট জনাব আবদুল্লাহ জাফর-এর সঞ্চালনায় মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এএফএসএন এর অঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব আহমেদ বোরহান। 'বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জীবিকায়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ' প্রকল্প-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন দিকসমূহের উপর আলোকপাত করেন জিআইজেড-এর ক্লাপ প্রকল্পের সিনিয়র প্রোগ্রাম এডভাইজার জনাব আসমা পারভীন। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম, ফলাফল এবং ইতিবাচক পরিবর্তন দেখে মতবিনিময় সভা'য় উপস্থিত অংশগ্রহনকারীগণ সন্তোষ প্রকাশ করে এধরনের কার্যক্রমের সম্প্রসারনের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব রতন সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে মতবিনিময় সভা'র সমাপ্তি হয়।

-নির্মল দাস

সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

সালিশ বিষয়ে ইউনিয়ন মেডিয়েশন কমিটির সদস্যদের ৩ দিনের প্রশিক্ষণ

সিএলএস-এর সহায়তায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন, নাগরিক উদ্যোগ এবং মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন কর্তৃক বাস্তবায়িত এসএলএস প্রকল্পের 'ক্যাম্পেইন অন সাসটেইনেবল কমিউনিটি মেডিয়েশন' কম্পোনেন্ট এর উদ্যোগে গত মে- জুন, ২০১৬ মাসে প্রকল্পভূক্ত প্রতি ইউনিয়নে ১টি হিসেবে সর্বমোট ১৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন মেডিয়েশন কমিটি'র মোট ৪৩১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সালিশ বিষয়ক আইনি দক্ষতা এবং সালিশকার হিসেবে অর্পিত দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে সম্মুখ জ্ঞান অর্জন করাই ছিল এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ করেন।

- মোঃ আরিফুল ইসলাম

এসএলএস প্রকল্পের প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন মেডিয়েশন কমিটির সদস্যগণ

সহিংসতার শেকল ভাঙ্গায় নারী

ব্রেভ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন

প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন

ওয়েভ ফাউন্ডেশন ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলায় উথলী ও সীমান্ত ইউনিয়নে 'ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স অব ভায়োলেন্স (ব্রেভ)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা শুন্যের কোঠায় নিয়ে আসার মাধ্যমে নায্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বিগত নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ একজন নিরপেক্ষ কনসালটেন্ট এর নেতৃত্বে সহযোগি সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ প্রকল্পটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করে। গত ৫জুন ২০১৬, উথলী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে উথলী ইউনিয়ন পরিষদ ও লোকমোর্চার আয়োজনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্রেভ প্রকল্প মূল্যায়ণ তথ্য উপস্থাপন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উথলী ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলার চেয়ারম্যান আবু মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ অমল। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন একশনএইড বাংলাদেশ এর প্রোগ্রাম এন্ড কোয়ালিটি ইম্প্যাক্ট ইউনিটের পরিচালক ড. তরিকুল ইসলাম; মনিটরিং ইভালুয়েশন এন্ড একাউন্টিবিলিটি ইউনিটের ম্যানেজার আব্দুল মোমিন ও প্রোগ্রাম অফিসার নুরুন্নাহার; ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন; চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি শহিদুল হক বিশ্বাস; উথলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি সোহরাব হোসেন খান এবং প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারবৃন্দ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, কর্মএলাকায় ব্রেভ প্রকল্প নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর ভুমিকা রেখেছে। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। আনোয়ার হোসেন বলেন, বর্তমানে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গড়ার একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ব্রেভ প্রকল্প। যে প্রেক্ষাপটে ব্রেভ প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ সকল সমস্যা পুরাপুরি সমাধান না হলেও কর্মএলাকায় ইতিবাচক ও কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রেখেছে। উথলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন, ব্রেভ প্রকল্প এর ধারাবাহিকতায় আমরা জনঅংশগ্রহণমূলক নারীবান্ধব বাজেট তৈরী ও প্রকাশনা করছি। ব্রেভ প্রকল্প এলাকায় একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ মূখর পরিবেশ লক্ষ্যণীয় বলে মন্তব্য করেন ডঃ তরিকুল ইসলাম। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোই আমাদের স্বপ্নের লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে। তিনি বলেন এই প্রকল্পের মডেলটি একশন এইড বাংলাদেশের ন্যায় অনান্য দেশে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

-ফিরোজ আহমেদ

শেষ পৃষ্ঠার পর: ইউপি নির্বাচন

মতবিনিময় সভায় ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, ইউপি নির্বাচন এখন আর উৎসব নয়, আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। মানুষ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ড. এম এম আকাশ ভবিষ্যতে আনুপাতিক নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করা ও নির্বাচন পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করেন। শারমীন মুরশিদ বলেন, নির্বাচনে আগেও সহিংসতা হয়েছে। তবে নৈতিকতা ও সুশাসনের ঘাটতি এবারে প্রকট। যেসব কারণে আমরা নির্বাচনের উচ্চমান থেকে আজকের অবস্থায় এলাম তা বিশ্লেষণ করে এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। ড. কাজী মারুফুল ইসলাম বলেন, এ নির্বাচন জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে আঘাত হেনেছে, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এখন তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। ড. আব্দুল আলিম বলেন, নির্বাচনের প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ, যেটি সরকার বা নির্বাচন কমিশন করেনি।

মূল প্রবন্ধে মহসিন আলী উল্লেখ করেন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে সার্বিক অর্থে প্রশ্নবিদ্ধ হতে যাচ্ছে দেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাও। প্রায় সকল অভিযোগের বিপরীতে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন প্রক্রিয়াও গণতান্ত্রিক ছিল না। স্বচ্ছ নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রক্রিয়া যাতে তৃণমূল পর্যায়েই হোঁচট না খায়, তা দেখার দায়িত্ব সরকার, নির্বাচন কমিশন সকল রাজনৈতিক দল, নীতি-নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট সকলেরই।

-অনিরুদ্ধ রায়

ওয়েভ রূপকল্প:
একটি ন্যায্য ও সমৃদ্ধ সমাজ

সংকল্প:
মানব মর্যাদা, সমতা, জবাবদিহিতা, উন্নত জীবনমান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সমাজের রূপান্তর।

লক্ষ্য:
টেকসই জীবন-জীবিকা সহায়ক সম্পদের উন্নয়ন, অধিকারে অভিগম্যতা, সুশাসন ত্বরান্বিতকরণ এবং আত্মনির্ভর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন।

ভূমিকা:
আমাদের ভূমিকা তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোট গঠন ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।

লক্ষ্য অর্জনের কৌশলসমূহ:

১. সেবা সরবরাহ, অধিকারভিত্তিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের সমন্বিত কৌশল - যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কাঠামোকে নাড়া দিতে সক্ষম।
২. কর্মসূচি প্রণয়নে জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস-এর ক্রস কাটিং ইস্যু হিসেবে অন্তর্ভূক্তি।
৩. ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিসরে সংযোগ স্থাপন এবং স্থায়ীত্বশীলতার জন্য নেটওয়ার্কিং, জোট গঠন ও সংগঠন তৈরি, গবেষণা, এডভোকেসি এবং ক্যাম্পেইন পরিচালনা।
৪. সকল প্রকার জীবন-জীবিকা সহায়ক সম্পদ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সমন্বিত সহায়ক সেবা প্রদান।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

১৯৯০ সালে যাত্রা শুরু করা ওয়েভ ফাউন্ডেশন গত ২৪ এপ্রিল পদার্পণ করেছে প্রতিষ্ঠার ২৬তম বছরে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এদিন সংস্থার প্রধান কার্যালয়, দর্শনা ও ঢাকা কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় এক আড়ম্বরপূর্ণ উদযাপনের। কার্যালয় প্রাঙ্গন সজ্জিত করা হয় উৎসব আমেজে। সর্ব-স্তরের কর্মী-কর্মকর্তারা মিলিত হন কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে। সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মী-কর্মকর্তাগন স্মৃতি চারণ করেন সংস্থার শুরুর দিনগুলোতে তাদের অভিজ্ঞতার আর অর্জনের কথা। পরিশেষে কেক কেটে মিষ্টি মুখ করে সমাপ্ত হয় আনন্দঘন এই উদযাপন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

অতিদরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর অতিদরিদ্র ঋণ কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পেল পিকেএসএফ এর শিক্ষাবৃত্তি। ২০১৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষার্থী ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন কলেজে অধ্যায়নরত আছে তাদের প্রত্যেককে দ্বিতীয় দফায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া হল ১৮ হাজার টাকার শিক্ষাবৃত্তির চেক। উল্লেখ্য, এ সকল শিক্ষার্থীকে গত বছর প্রথম দফায় সমপরিমাণ অর্থের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

বিগত ৪ মে ২০১৬ তারিখে কুষ্টিয়া হাইস্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব এস, এম ছায়েদুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া হাইস্কুল এর প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ খলিলুর রহমান। এছাড়া ওয়েভ ফাউন্ডেশন প্রধান কার্যালয় ও কুষ্টিয়া আঞ্চলিক অফিসের পদস্থ কর্মকর্তাসহ বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ ২০১২ সাল থেকে অতিদরিদ্র (বুনিয়াদ) কার্যক্রমভূক্ত সদস্যর সন্তানদের মধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ অর্জনকারীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে আসছে।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দ

-নাহিদ ফাতেমা

শেষ পৃষ্ঠার পর: সফল পদক্ষেপ

মাঝে লবনসহিষ্ণু ধানের জাত প্রচলন, পতিত জমিতে সুর্যমূখীর চাষ, কীটনাষক মুক্ত সবজী চাষে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ, কমিউনিটিতে গবাদী পশু-পাখির রোগমুক্তকরণে দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক তৈরী, কৃষক সমবায়, সেচ খাল নির্মাণ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা, আয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়া দূর্যোগপূর্ব, দূর্যোগকালীণ ও দূর্যোগ পরবর্তীতে করণীয় বিষয়ে কমিউনিটির সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক মহড়া, নাটক প্রদর্শিত হয়। রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ যার আওতায় ৪০টিরও বেশী গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, ১০টি ফ্লাট সলিং লিংকেজ রোড করা হয়। ফলে চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ উৎপাদিতপণ্য সময়মত বাজারজাতকরণে ভূমিকা রাখে।

বিভিন্ন বাধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এই প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে বলে ওয়েভ ফাউন্ডেশন মনে করে। লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত সমন্বিত পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী, স্থানীয় প্রশাসন, সহযোগী সংস্থা জিআইজেডসহ ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছ থেকে ওয়েভ অর্জন করে ভূয়সী প্রশংসা।

-আনিছুর রহমান

ক্লাপ প্রকল্প

ওয়েভ এর একটি সফল পদক্ষেপ

বদলে যাওয়া জীবনের গল্প নিয়ে সুখী জাহানারা বেগম

'চার বছর আগে বেমালা কষ্টে আছলাম, লবন মাটি ও পানির কারণে কোন কৃষি ওয়াইতে পারতাম না। এহন কৃষি কইরা খাইয়া পইরা পোলাপান লইয়া ভাল আছি। ট্রেনিং পাইছি, সবজী চাষ কেমনে করতে হয় বুঝতে পারছি। সংসারে আয় বাড়ছে, নতুন ঘর উডাইছি..' কলাপাড়ার গামুইরতলা গ্রামের জাহানারা বেগমের স্বগতোক্তিতে তার বদলে যাওয়া জীবনের গল্পে স্পষ্ট যে, পরিবর্তন এনে দিয়েছে ক্লাপ প্রকল্প।

ওয়েভ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'উপকুলীয় অঞ্চলের জীবিকায়ন অভিযোজন প্রকল্প (সংক্ষেপে-ক্লাপ)' ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ও টিয়াখালী ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামে জুলাই ২০১৬ সালে সফলভাবে সমাপ্ত হয়। ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা ও মহাসেনে ক্ষতিগ্রস্থ ৬০০ দরিদ্র পরিবারের জীবন-জীবিকা উন্নয়ন, পুনর্বাসন, বিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়নসহ দূর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হয় এ প্রকল্প। প্রায় সাড়ে ৪ বছর ধরে চলমান এ কার্যক্রম কর্ম এলাকায় বেশকিছু সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পারিবারিক পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম তারমধ্যে অন্যতম। প্রকল্পটি ক্ষুদ্র আকারে হাঁস ও ছাগলের খামার, সমন্বিত সবজী খামার, কৃষকের

এরপর-পৃ: ১১ ক: ১

ইউপি নির্বাচন: নির্বাচনী ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার দায় নির্বাচন কমিশনের

আলোচনায় উপস্থিত আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ

এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নানারকম অনিয়মের পাশাপাশি ব্যাপক সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনী অনিয়ম নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা চোখে পড়েছে খুবই কম। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এত বিপুল সংখ্যক ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাও নজিরবিহীন। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রশ্নহীন করতে হলে প্রয়োজন একটি দক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য ও সদিচ্ছা। স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারকেও এর দায়ভার নিতে হবে। 'গভার্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম' আয়োজিত 'চলমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন: প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বক্তারা এসব বলেন। গত ২৭ এপ্রিল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও সঞ্চালনায় ছিলেন ফোরামের সমন্বয়কারী ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী। এতে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. তোফায়েল আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ, ব্রতীর চিফ এর্ক্সিকিউটিভ অফিসার শারমীন মুরশিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম, ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের পরিচালক ড. আব্দুল আলিমসহ প্রমুখ।

এরপর-পৃ: ১০ ক: ২

ওয়েভ এর বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন